

**খুলনা সিটি কর্পোরেশন**  
**খুলনা।**  
**(ভেটেরিনারি দপ্তর)**

গত ২৮/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জি.আই.জেড সভা বন্ধে পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ০১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা, কেসিসি এর সভাপতিত্বে পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্য বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সভায় উপস্থিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ :

ক) জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা	সভাপতি-পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও	সম্মানিত কাউন্সিলর,	ওয়ার্ড নং - ২০,	কেসিসি।
খ) জনাব এস.এম. খুরশিদ আহমেদ	সদস্য-পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও	সম্মানিত কাউন্সিলর,	ওয়ার্ড নং - ১৩,	কেসিসি।
গ) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	সদস্য-পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও	সম্মানিত কাউন্সিলর,	ওয়ার্ড নং - ১০,	কেসিসি।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ :

(ক) ডাঃ শরীফ শামীউল ইসলাম	- স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	- কেসিসি।
(খ) ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	- ভেটেরিনারি সার্জন	- কেসিসি।
(গ) জনাব রেজবিনা খানম	- স্থপতি	- কেসিসি।
(ঘ) জনাব এস.কে.এম. তাছাদুজ্জামান	- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা	- কেসিসি।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সাথে সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পরম করুণাময় আগ্রাহর নামে সভার কার্য শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী -০১ :	আলোচনা : অদ্যকার সভার সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক ভেটেরিনারি সার্জন জনাব ড. পেরু গোপাল বিশ্বাসকে সভার এজেন্ডা উপস্থাপনের জন্য বলেন। ভেটেরিনারি সার্জন সভায় উপস্থিত সভার সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় পূর্বক অদ্যকার সভার ০১ নং এজেন্ডা অর্থাৎ পরিষ্কার ঝাঁক-উল-আঘা/২০২৪ উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনার বক্তব্য, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অর্থাৎ পরিষ্কার ঝাঁক-উল-আঘা/২০২৪ উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কেসিসির ০১ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই আজকের এই সভায় উপস্থিত সভাপতি মহোদয় সহ সকলের সুরক্ষিত মতামত আমাদের একান্ত কাম্য। এ সময়ে সভার সভাপতি মহোদয় জনতের চিন খুলনা মহানগরী এলাকায় গত বছর মোট কতটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল? ভেটেরিনারি সার্জন জনাব ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস বলেন, গত বছর কেসিসির ০১ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডে নির্ধারিত কাউন্সিলর মহোদয়গণ মোট ১৪১ টি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে জনাব এস.এম. খুরশিদ আহমেদ, প্যাগেল রেয়ার-২ ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি বলেন গত বছর নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল? তখন ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস বলেন, গত বছর কেসিসির ০১ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডে সার্বিক বিবেচনায় কোন ওয়ার্ডে ৪,০০০/- টাকা আবার কোন ওয়ার্ডে ৪,৫০০/- টাকা (আট হাজার আট সহ মোট ১,৫২,২৫০/-) টাকা প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ গাউসুল আজহার, ২০ নং ওয়ার্ডে বরাদ্দকৃত টাকার গ্রহণ করেন নাই। যা পুরনায় কেসিসির কাশা শাখায় রেসেভ প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত নথিপত্র তিনি সভায় উপস্থাপন করেন।
সুপারিশনামালা :	১) কেসিসিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিটি ওয়ার্ডের কেন্দ্রের পরিমার্জন হিসাবে প্রতিটি কেন্দ্রে জন্য ৩,০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য ২০২৩ সালে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নির্ধারিত স্থানের সংখ্যা এ বছর বৃদ্ধি করা যাবে না, তবে স্থানের পরিবর্তন বা সংখ্যা কমানো যেতে পারে। এছাড়া মহানগরীতে মোট স্থান ১৪১ টির বেশী কোনক্রমে হবে না।
২) কেসিসিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য বছরের ন্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে ভেটেরিনারি দপ্তরের মাধ্যমে ০১ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডে মাইকিং-এচালপাহ সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।	

	<p>এ সময়ে সভার সদস্য জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১০, কেসিসি বলেন, এটিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্বের বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ খুবই সামান্য। যা দিয়ে একটি কেন্দ্র পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময়ে সভার সভাপতি মহোদয় সহ সভার অন্যতম সদস্য জনাব এস.এম খুরশিদ আহমেদ, প্যাংনেল মেয়র-২ ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি, বলেন এ বছর এটিটি কেন্দ্র পরিচালনায় টাকার পরিমাণ বাড়তে হবে। এটিটি কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহঃ ০১ টি কেন্দ্রের জন্য কা) ০২ জন শ্রমিক, খ) ০১ টি ভান, গ) ০৩ টি কাঠের গুড়ি, ঘ) ৬৮ টি হোগলার চটাই, ঙ) ০২ টি বাড়ি ও চ) ২০ টি চেয়ার সহ প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ জন্য ০১ টি কেন্দ্র কমপক্ষে ৩,০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ হলে মোটায়ুটিভাবে চালিয়ে নেওয়া যাবে। এমনিভাবে এটিটি ওয়ার্ডের কেন্দ্রের পরিমাণ হিসাবে এটিটি কেন্দ্র জন্ম ৩,০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ হলে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। এ সময়ে সভার সভাপতি মহোদয় বলেন, এটিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের নেতৃত্বে, সংরক্ষিত আপনের কাউন্সিলর এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের (ইমাম সহ অন্যান্য) সহযোগিতায় ওয়ার্ড বাসীকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বছরের ন্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটোরিনারি দস্তুরের মাধ্যমে ০১ থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডে মাইস্কি-প্রকল্পসহ সমঝদের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সচিব ওয়ার্ডের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা গ্রহণ করবেন একে উক্ত টাকার সময়র সাধনে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা/২০২৪ সম্পন্নোর পরবর্তী এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/সহযোগিতা করবেন।</p> <p>সভায় উপস্থিত কেসিসির পূর্ত বিভাগের এতিনিবি জনাব রেজবিনা খানম, স্থপতি, বলেন খুলনা মহানগরীর পরিবেশ রক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্বের ন্যায় ডেটোরিনারি দস্তুর কর্তৃক প্রস্তুত পূর্বক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট স্থানের তালিকা অনুযায়ী, এটিটি স্থানে পূর্ত বিভাগ তার সক্ষমতা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে সচেষ্ট থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরও বলেন উক্ত নির্দিষ্ট স্থানের তালিকা আই.টি শাখার মাধ্যমে কেসিসির ওয়েব সাইটে প্রকাশ করলে নগরবাসী উপকৃত হবে।</p> <p>সভায় উপস্থিত জনাব এস.কে.এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার, কেসিসি বলেন খুলনা মহানগরীর পরিবেশ রক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্বের ন্যায় এটিটি কেন্দ্রের নির্দিষ্ট ইমামগণ যাতে অবহিত থাকেন, সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে খুলনা মহানগরীর সক্ষম কোরবানিদাতা সহ ধর্মপ্রিয় মুসলমান পবিত্রতা ও পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।</p> <p>সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে জনাব এস.এম খুরশিদ আহমেদ, প্যাংনেল মেয়র-২ ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি, বলেন এটি বছরের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি শেষে অতি দ্রুততার সাথে কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ করতে হবে। পাশাপাশি এটিটি কেন্দ্র পানি দিয়ে ধুয়ে উক্ত স্থানে ব্রিটিং পাউডার ও স্যান্ডজন ছিটাতে হবে। তাই কেসিসির কঙ্ক্রারভেসি বিভাগকে এটিটি ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ব্রিটিং ও স্যান্ডজন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>অতপরঃ সভার সভাপতি মহোদয় সহ অন্যান্য সদস্যগণ এবং সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ উপরিস্থিত ১ নং এজেন্ডার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্ষেত্র সকলেই একমত পোষণ করেন এবং কিছু সুপারিশ পেশ করেন।</p> <p>সভায় উপস্থিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব এস.এম খুরশিদ আহমেদ, প্যাংনেল মেয়র-২ ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি, বলেন, মহানগরীতে যে সকল এন.জি.ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করে, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যকিবল হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন যত দ্রুত সম্ভব পরিবেশ সম্পর্কিত এন.জি.ও গুলির সাথে আমাদের একটি আলোচনা সভা করা প্রয়োজন।</p>
<p><b>০২. বিবিধ :</b></p>	<p>৩) কেসিসিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটিটি ওয়ার্ডের ইমামদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খুলনা, কেসিসি পরিচালিত ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবগত করার দায়িত্ব কেসিসির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসারকে দেওয়া যেতে পারে।</p> <p>৪) কেসিসিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট স্থানের তালিকা, ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে আই.টি ম্যানেজারকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।</p> <p>৫) কেসিসিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট স্থানের তালিকা অনুযায়ী, এটিটি স্থানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে পূর্ত বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।</p> <p>৬) কেসিসিতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট স্থানের কোরবানির বর্জ্য দ্রুত অপসারণ সহ উক্ত স্থান গুলিতে ব্রিটিং পাউডার ও স্যান্ডজন ছিটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কঙ্ক্রারভেসি বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।</p> <p><b>সুপারিশমালা :</b></p> <p>১) কেসিসি প্রশাসন পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত এন.জি.ও গুলির সাথে পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।</p>

অতপরঃ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

